ভোরের কাগজ

তারিখ 17 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ...

সরকারি প্রাথমিক স্কুলের নতুন সময় সাড়ে ৭টা থেকে ২টা

প্রথমে কার্যকর হচ্ছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচি পরিবর্তন করে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর সোয়া ২টা পর্যন্ত নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তবে শীতকালে (ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি) এ সময়সূচি হবে সকালে ৮টা থেকে দুপুর পৌনে ৩টা পর্যন্ত। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ নতুন সময়সূচি আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সবগুলো বিভাগীয় শহরে এ নতুন সময়সূচি কার্যকর হবে।

গতকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা ডাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচির ব্যাপারে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সভাপতিদের কাছ থেকে উত্থাপিত নানা সমস্যার কথা বিবেচনা করেই মূলত নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। আর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এম মোসাদ্দেকুল ইসলামের নেতৃত্বে সময়সূচি পরিবর্তন সংক্রান্ত ১৫ সদস্যের কমিটির দেওয়া সুপারিশমালার আলোকে গতকালকের বৈঠকে উত্থাপিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়সূচি হচ্ছে—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী : সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সোয়া ১টা (শনি-বুধবার) এবং সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা (বৃহস্পতিবার)। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী : সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সোয়া ৪টা (শনি-বুধবার) এবং সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর আড়াইটা (বৃহস্পতিবার)। গতকালকের বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সময়সূচি পরিবর্তন করা হলেও ক্লাসের মোট সময় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বৈঠক সূত্র আরো জানায়, সময়সূচি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৫টি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে— ১. সকাল ৯টা থেকে সকল সরকারি/বেসরকারি অফিস আদালত ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে ঐ সময় ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে সৃষ্ট প্রচণ্ড যানজটে শিশু শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ২. বর্তমান সময়সূচি মোতাবেক সকাল ● প্রথম-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

সরকারি প্রাথমিক স্কুলের নতুন

● শেষের পাতার পর

সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সোয়া ৪টা পর্যন্ত ক্লাস করতে গিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের সময় মতো খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম বিঘ্নিত হয়। এর ফলে বিরতির সময় অনেক শিশু বাসায় গিয়ে বিরতির পর আর বিদ্যালয়ে ফিরে আসে না। ৩. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী নিতান্তই দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। এদের বেশির ভাগই পারিবারিক বা ছোটখাটো ব্যবসায়িক কাজে বাবা-মাকে সহায়তা করে থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়সূচির কারণে বাবা-মাকে সহায়তা করতে গিয়ে অনেকেই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। ৪. বর্তমান সময়সূচিতে শিশু শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ থাকে না। ৫. কিন্ডারগার্টেন, সরকারি ও বেসরকারি হাইস্কুলের প্রাথমিক শাখা সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ক্লাস শুরু হয়। ফলে এসব স্কুলে ভর্তির প্রবণতা বেশি থাকে। আর এ কারণেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিন দিন ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনার পর প্রাথমিক অবস্থাতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে নতুন সময়সূচি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। সময়সূচি পরিবর্তন সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় শহরে নতুন সময়সূচি বাস্তবায়ন করা হবে বলেও সূত্র জানায়।